ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে আনুন

এক দিন, দুই দিন করে দুটি বছর চলে গেল, বিএনপি'র সাবেক সাংসদ মি. ইলিয়াস আলীর সন্ধান এখনো পাওয়া গেল না। তার পরিবারবর্গ, তার স্ত্রী এবং সন্তান – তাকে ছাড়া কিভাবে দিন যাপন করছেন, তা আমাদের জানা নেই। তবে পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য অপহৃত হলে পরিবারের বাকি সদস্যরা কতটুকু আতঙ্ক এবং দুর্দশার মধ্যে কাটান, তা আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি। কিন্তু এই অনুভূতি আমরা পূর্ণভাবে কোনদিনই উপলব্ধি করতে পারব না, যতদিন না আমরা এই ধরনের একটি দুঃসহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি।

আমরা আসলে সবসময়ই মনে করি আমরা একটি নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আছি; আমরা মনে করি, এই ধরনের কোন ঘটনা অন্যদের বেলায় ঘটলেও আমাদের বেলায় ঘটবে না। কিন্তু এই ধরনের নিরাপত্তাবোধ আসলে পুরোটাই কৃত্রিম। এই কৃত্রিম নিরাপত্তা বলয় তখনই ভেঙে চুরমার

হয়ে যাবে, যখন আমাদেরই কোন নিকটজন কিংবা আমরাই এই ধরনের একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হব। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে যাবে অনেক।

তাই আমরা মনে করি, দলমত নির্বিশেষে আমাদের সবার উচিত এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় তালাশ করা, এবং এই পরিস্থিতির যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার উপায় খুঁজে বের করা।

বাংলাদেশে কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলেই বিভিন্ন মহল থেকে সবার আগে সরকারকেই এই ঘটনার জন্য দায়ী করার একটি অসুস্থ সংস্কৃতি চালু রয়েছে। আগে শুধুমাত্র বিপক্ষ দলের রাজনীতিবিদদের কাছ থেকেই এই ধরনের আচরণ দেখা যেত। তবে ইলিয়াস আলী নিখোঁজ হওয়ার পর যেভাবে বিভিন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তিরা *"এটি সরকারের কাজ, আমি নিশ্চিত"* – জাতীয় কথাবার্তা জাতীয় মিডিয়ার সামনে বলেছেন, তাতে ইলিয়াস আলীকে দ্রুত খুঁজে পাওয়ার সকল সম্ভাবনা শুরুতেই শেষ হয়ে গেছে।

আমাদের দেশে যদি দুটি সরকার থাকত, তাহলে এই ধরনের তথ্য-প্রমাণ বিহীন মন্তব্যে হয়তো ইতিবাচক কাজ হত। আমরা প্রথম সরকারকে এই কাজের জন্য দায়ী করে দ্বিতীয় সরকারের কাছে এর জন্য সাহায্য চাইতে পারতাম।

কিন্তু আমাদের তো সরকার মাত্র একটি। তার মধ্যে এই একটি সরকারই সবসময়ই থাকে বেকায়দায়। একদিকে মিডিয়া, সহযোগিতা বিহীন বিরোধী দল এবং সচেতন ভোটার এবং অপরদিকে বিপুল জনসংখ্যা এবং নিত্যনতুন সমস্যার উদ্ভব – সব মিলিয়ে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা সবসময়ই থাকেন এক ধরনের চাপের মধ্যে। তার মধ্যে যদি এই জাতীয় অযাচিত মন্তব্য করা হয়, তাহলে সরকারের রাজনীতিবিদ-কর্তাব্যক্তিরা ভেবে বসতে পারেন, এই নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে পেলেও হবে আমাদের দোষ, না পেলেও হবে আমাদের দোষ, তাহলে আমরা খুঁজব কেন?

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ আমেরিকা কিংবা কানাডা নয়। এখানে সুশাসন নেই। ন্যায়বিচার পরিস্থিতিও নাজুক। এই নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে সুশাসন এবং ন্যায়বিচার পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য আমাদের সবার আগে নির্ভর করতে হবে সরকারের উপরেই। কারণ একজন নিখোঁজ ব্যক্তিকে খোঁজার জন্য আমরা কিংবা আপনি রাত বিরাতে বের হব না। এই দায়িত্ব পড়বে র‍্যাব, পুলিশ কিংবা আর্মির উপর। আর তারা কাজ করেন সরকারের কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশেই – আমাদের কিংবা আপনার কথার উপর নয়।

তথ্য-প্রমাণ বিহীন এই ধরনের মন্তব্যে সরকারের কতটুকু লাভ-ক্ষতি হয়, তা আমাদের জানা নেই। তবে এই ধরনের মন্তব্যে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে অদৃশ্য তৃতীয় পক্ষের, যারা সবসময় বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল দেখতে চায়। প্রথম কোন ব্যক্তি যদি হয় মূল অপরাধী, আর সে যদি দেখে সবাই এই ঘটনার জন্য দায়ী করছে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে, তাহলে এই ধরনের তথ্য-প্রমাণবিহীন মন্তব্যে সবচেয়ে বেশি খুশি হবে প্রথম দোষী ব্যক্তি। সে তার অপরাধমূলক কাজ চালিয়ে যেতে পারবে নির্বিঘ্নেই।

তাই সবার কাছে অনুরোধ, কোন একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলেই কোন প্রকার তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই সবার আগে সরকারকে দায়ী করার এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। তথ্য প্রমাণ ছাড়া বিভিন্ন মন্তব্য-সন্দেহ আমরা ব্যক্তিগতভাবে করতে পারি, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলোচনা করতে পারি, তবে তার উপর ভিত্তি করে সর্বসমক্ষে দেশের সরকারকেই এই ঘটনাগুলির জন্য শুরুতেই দায়ী করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ইলিয়াস আলী কোন সাধারণ ব্যবসায়ী কিংবা নাগরিক নন। তিনি একজন রাজনীতিবিদ, সাবেক সাংসদ। তার সুনাম, দুর্নাম দুটোই রয়েছে। তাকে সবাই একনামে চেনে। তাই তাকে যারা পরিকল্পনা করে, টার্গেট করে অপহরণ করেছে, তারা যে সরকারের চোখ রাঙানি, কিংবা পুলিশ-র‍্যাবের তৎপরতাকে ভয় পাবে না, তা বলা বাহুল্য।

এটাও ধারণা করা যেতে পারে, তাকে যারা অপহরণ করেছে, তারা মহা শক্তিধর। হতে পারে তাদের কোন আন্তর্জাতিক কানেকশন রয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না, মি. ইলিয়াস আলী তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে শত্রু-মিত্র, দুটোই তৈরি করেছেন। তাই যারা তার শত্রুপক্ষের লোক, যারা তার উত্থান চায়না, তারাই যে এ কান্ডটি ঘটাবে না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

তাই আমরা মনে করি, ইলিয়াস আলীকে খুঁজে পেতে শুধু দেশের মধ্যে তৎপরতাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতারও প্রয়োজন রয়েছে। এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং চাপ সৃষ্টি করতে হলে কূটনৈতিক তৎপরতা এবং প্রচেষ্টার দরকার।

দেশের সরকারের উপদেষ্টা মহলে একাধিক খ্যাতিমান ব্যক্তি রয়েছেন যাদের কূটনৈতিক কানেকশন সবাই জানেন। তাই আমরা সরকারের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই, তারা যেন ইলিয়াস আলীকে খুঁজে পেতে আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর প্রচেষ্টার পাশাপাশি এই সকল খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের কূটনৈতিক দক্ষতাকেও কাজে লাগান। তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

ইলিয়াস আলী বিএনপি'র রাজনীতি করেন বলে আজ আমরা যদি দলীয়ভাবে বিভক্ত হয়ে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিরোধে সচেতন আচরণ না করি, তাহলে এই নিরবতার তীর একদিন বিদ্ধ হতে পারে আমাদের শরীরেই। আমরা কিন্তু কেউই তা চাই না।

ইলিয়াস আলীকে খুঁজে বের করার পাশাপাশি আমরা সরকারের কাছে এটাও আবেদন জানাই, সরকার যেন অন্যান্য যে সকল অপহরণ-গুমের ঘটনা ঘটেছে, তার তদন্ত করে এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে।

বাংলাদেশে একটি ঘটনার সাথে যতদিন পর্যন্ত না একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি জড়িয়ে পড়ছেন, ততদিন পর্যন্ত এই বিষয়গুলি সরকারের নজরে পড়ে না। মিডিয়াও এই বিষয়গুলি নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না।

তার অর্থ কি এই যে, আমরা যারা সাধারণ নাগরিক, যারা সেলেব্রিটি হতে পারিনি, সাংসদ কিংবা রাজনীতিবিদ হতে পারিনি, তাদের প্রতি কি তাহলে দেশের সরকারের কোন দায়িত্ববোধ নেই? আজকে আমাদেরকে যদি অপহরণ করা হয়, তাহলে আমাদের পরিবারবর্গের তো বিচারের জন্য দ্বারে দ্বারে ধরনা দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না? আমাদের জন্য কি সরকারের র‍্যাব-পুলিশ মাথা ঘামাবে?

কিন্তু দেশটা তো শুধু সেলেব্রিটি, রাজনীতিবিদ এবং ক্ষমতাধরদের নয়। দেশটা তো আমাদেরও। নাকি?

মি. ইলিয়াস আলী সহ আরো যারা অপহরণের শিকার হয়েছেন, এখনো নিখোঁজ আছেন, তারা সবার মাঝে আবারো সুস্থ-সুন্দরভাবে ফিরে আসুন, মহান আল্লাহপাকের কাছে আমরা সেই দোয়াটাই করি।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
এপ্রিল ১৯, ২০১৪

ছবিসূত্রঃ www.rediff.com